154

ভোরের কাগজ

তারিখ ... DEC. 1 9 1999

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

ছাত্রদলের আংশিক হরতালে ব্যাপক বোমাবাজি; আহত ৩০

কাগজ প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়ার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার রাজধানীতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আহূত ৬ ঘন্টার হরতাল আংশিক পালিত হয়েছে।

হরতালের সময় নগরীর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত বোমাবাজি ও হরতাল সমর্থকদের সঙ্গে হরতালবিরোধীদের সংঘর্ষে এবং বোমা হামলায় কয়েকজন পুলিশসহ কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এর আশপাশের এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। হরতালের সময় ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুরোনো ঢাকায় হরতাল সমর্থকরা ১টি যাত্রীবাহী বাস, একটি ট্রাক ও কয়েকটি বেবিট্যাক্সিতে অগ্নিসংযোগ করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান নির্বিঘ্ন করার জন্য গতকাল সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো প্রধান প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রবেশপথসমূহে হরতালবিরোধী ছাত্রলীগ কর্মীরা অবস্থান নেয় এবং দুপুর পর্যন্ত তারা মিছিল করতে থাকে। হরতাল আহ্বানকারী ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং তাদেরকে সমর্থনদানকারী জাতীয় ছাত্রসমাজ ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের কোনো কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার আশপাশে ছিল না। প্রসঙ্গত এ হরতাল কর্মসূচির প্রতি প্রধান ৪ বিরোধী দলের সমর্থন ছিল। তবে ছাত্রদলের এই হরতাল কর্মসূচি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কোনো প্রভাব ফেলেনি।

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ছাত্রদলের আংশিক হরতালে

● প্রথম পাতার পর

হরতালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঢাকার রাস্তায় যানবাহন চলাচল ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে কম। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান খোলা থাকলেও রাজধানীর বিপণি বিতানগুলো বন্ধ ছিল। দূরপাল্লার বেশকিছু যানবাহন এ সময় ঢাকা থেকে বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে। রেল, বিমান ও নৌ-যোগাযোগ স্বাভাবিক ছিল।

হরতাল সমর্থকদের কোনো মিছিল গতকাল চোখে পড়েনি। সকাল ৯টার দিকে ছাত্রদলের শ' খানেক কর্মীকে নয়াপল্টনস্থ বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সরকারবিরোধী স্লোগান দিতে দেখা যায়। সেগুনবাগিচা এলাকা থেকে জাতীয় ছাত্রসমাজ একটি মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশের লাঠিচার্জের মুখে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

হরতালের সময় নগরীতে বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী যানবাহনগুলো হরতাল সমর্থকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। সকাল সাড়ে ৬টার দিকে হরতাল সমর্থকরা ধোলাইখাল এলাকায় একটি ট্রাকে, সায়দাবাদ ব্রিজের কাছে একটি বাসে, ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে ৪টি বেবিট্যাক্সিতে অগ্নিসংযোগ করে। সকাল ৬টার দিকে আজিমপুরে একটি টেম্পোতে এবং ভোর ৪টার দিকে নয়া পল্টনে একটি ম্যাক্সিতে অগ্নিসংযোগ করে। নয়াপল্টনে দমকল কর্মীরা ম্যাক্সির আগুন নেভাতে গেলে হরতাল সমর্থকরা দমকল বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে।

এ ছাড়া নগরীর মালিবাগ, নয়াপল্টন, বিজয়নগর, পুরানা পল্টন, সদরঘাট, গোয়ালঘাট লেন, বংশাল, নিউ মার্কেট ও মিরপুরসহ কয়েকটি স্থানে বোমাবাজির ঘটনা ঘটে।

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নয়াপল্টনে ছাত্রদল কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়। পুলিশ সংঘর্ষকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে।

সকাল সোয়া ১০টার দিকে কবি নজরুল কলেজের সামনে বোমার আঘাতে সার্জেন্ট রফিক ও এসআই মালেক, সোয়া ১১টায় একই স্থানে সুবেদার নূরুল আমীন ও কনস্টেবল আবু সাঈদ, পৌনে ১২টার দিকে নারিন্দা মোড়ে কনস্টেবল মাসুম আলী ও ইয়াজ আলী, নয়াপল্টনে হাবিলদার আবদুল আজিজ, কনস্টেবল ফখরুল ইসলাম ও নাসির উদ্দিন এবং শাহজাহানপুরে ইমতিয়াজ উদ্দিন বোমার আঘাতে আহত হন। তাদেরকে পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।

হরতালকারীদের নিক্ষিপ্ত বোমায় মিরপুর ১১ নম্বর সেকশনে আলমগীর, পল্টন মোড়ে আল-আমীন, বংশাল চৌরাস্তায় লালমিয়া ও লিটন আহত হন। টঙ্গী থেকে ঢাকাগামী একটি বাসে বোমা হামলা চালানো হলে টঙ্গী ব্রিজের কাছে তিনজন বাসযাত্রী আহত হন। এ ছাড়া তারা জগন্নাথ কলেজের সামনে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়লে কাজল ও শাহজাহান নামে দু ব্যক্তি পায়ে গুলিবিদ্ধ হন।